দর্শনায় উপজেলা প্রশাসনের শীতবস্ত্র বিতরন

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত,দর্শনা প্রবিণ কমিটির আয়োজনে দর্শনার অসহায় ও হতদরিদ্রদের মাঝে ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের মাঝে কম্বল বিতরন করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ১১ টার সময় দর্শনা পুরাতন বাজার প্রবিণ অফিসের সামনে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন, আকমত আলী, ফজলুর রহমান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আলী মুনছুর বাবু বলেন, উপজেলা পরিষদ সব সময় দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। দর্শনা শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করায়,দর্শনা প্রবিণ কমিটির সভাপতি ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

দর্শনার ফুলবাড়িয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা নজিরের ইন্তেকাল

দামুড়হুদার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের স্কুলপাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা নজির আহম্মদ
(৭৫) (স্টোক) করে ইন্তেকাল করছেন। গত মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—

রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগেও ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম পৃথক পৃথক শোক প্রকাশ করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদার ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার দেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগম ও সাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইএম লুতফুল কবীর এবং চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একদল চৌকস পুলিশ সদস্যরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, এসময় উপস্থিত তার সহযোদ্ধারা তাকে শেষ শ্রদ্ধাজানান, মশিউর রহমান, ইকলাস, ফজলুর রহমান, মাহাতাব উদ্দীন, এরশাদ আলী, মতিয়ার রহমান, জামান উদ্দীন ও সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, সাবেক চেয়ারম্যান শাহ ইনামুল করিম ইনু, আজ বেলা সাড়ে ১১টার সময় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফন করে।

দামুড়হুদায় মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিশোরের মৃত্যু

দামুড়হুদায় দুই কিশোর দ্রুতগতিতে মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়েই হলো কাল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল চালক কিশোর রিয়াদ হোসেন (১৪) আহত হয়েছে শামীম (১৭) নামে একজন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াদ হোসেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে ও আহত শামীম হোসেন একই ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত রিয়াদ ও আহত শামীম দুজনেই মাইক্রোবাস চালানো শেখার উদ্দেশ্যে কার্পাসডাঙ্গা টু দর্শনা গামী রাস্তায় মাইক্রোবাস যাহার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঢাকা মেট্রো গ-১১-৪৭ ৭১ চালানোর সময় দামুড়হুদা থানাধীন, বাঘাডাঙ্গা গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে পৌঁছাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান পাশে গাছের সাথে ধাক্কা মারে, এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাস চালক রিয়াদ মৃত্যুবরণ করেন। এবং তার সাথে থাকা শামীম
(১৭) গুরুতর আহত হয়। রিয়াদের লাশ বর্তমানে মৃতের নিজ বাড়িতে আছে। এবং আহত শামীমকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাস কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের হেফাজতে আছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিনজন মোটরসাইকেল চালক ও একজন প্রকাশ্যে

ধূমপায়ির জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম এই জরিমানা করেন।

জানা গেছে, মোটরসাইকেল সড়ক পরিবহন আইন ৬৬ ধারা মোতাবেক আলমডাঙ্গার সোবহান হোসেনের ছেলে আরজ আলীর ৩ হাজার টাকা, একই আইনে ডুগডুগি গ্রামের মৃত মুক্তার আলীর ছেলে হারুন অর রশিদ এর ১ হাজার টাকা এবং জীবননগর উথলী গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে এনামুল হক এর ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময় দর্শনা আজিমপুরের ফজলমিয়ার ছেলে আব্দুল হান্নান কে প্রকাশ্যে ধুমপান করার অপরাধে, ধূমপান তামাক জাত আইন ৪/৬ ধারা মোতাবেক ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পেশকার আসমান আলী এবং দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

জীবননগর থানা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম

জীবননগর থানা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর থানা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান এর আগে জীবননগর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান,জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার,এস আই নাহিরুল ইসলাম,এস,আই রায়হান,এস,আই সিদ্ধার্ত,এস,আই সাজ্জাদ প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় দুইজন গুরুতর আহত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় সকাল ১০ দিকে স্কুলের সামনে ইটভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার ভোর ৫টার দিকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে সিজানের একটি অপারেশন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

জানা গেছে, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)।

ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সরজমিনে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, মহান বিজয় দিবসে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খোরমা বিতরণ করছিল। তখন খুরমা বিতরণে কম হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। এরই একপর্যায়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের বাইরে গেটে ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে, তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা নিয়ে নাবালক অনভিজ্ঞ ড্রাইভার একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির পিছন দিক থেকে সজোরে হট্টগোলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেয়। তখন লোকনাথপুর স্কুলের নাইট গার্ড আশরাফুল এবং একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়।

এ বিষয়ে আহত সিজানের দাদি হালিমা বেগম বলেন, ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে আমার নাতি ভর্তি আছে। শনিবার ভোররাতে মাজায় একটা অপারেশন হয়েছে। মাজায় একটা রড দেওয়া হয়েছে। আগামী চার দিন পরে আরও একটা অপারেশন করতে হবে বলে ডাঃ জানান।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর গ্রামের মৃত নেন্টু মীর’র ছেলে মহাসিন বলেন, আমার চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একেবারেই অন অভিজ্ঞ শিশু ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। আসল ড্রাইভার পাশে বসে ছিল। ব্রেকে পা না দিয়ে এক্সেলেটারে পা দেয়ার কারণে গাড়ির গতি আরো বেড়ে যায়, যার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সিজানের বড় ভাই একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র নিশান বলেন, ঘটনাটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। স্কুলে ৬০ কেজি খুরমার বাজেট, কিন্তু ২০ কেজি বিতরণ করা হয়, এসব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হট্টগোল বাধে। পরে সবাই স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে হট্টগোল শুরু করে। তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা এসে ধাক্কা মারে।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাবেক মেম্বার সেন্টু হোসেন বলেন, শুনেছি স্কুল গেটের সামনে হট্টগোল হচ্ছিল। ওই অবস্থায় পেছন থেকে লাটা হাম্বা ধাক্কা মারলে দুজন গুরুতর আহত হয়, এর মধ্যে একজন স্কুলের নাইটগার্ড এবং আর একজন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

এবিষয়ে লাটাহাম্বা চালক সাব্বিরের পিতা রেজাউল বলেন, রাস্তার উপর ছেলেপেলে হট্টগোল করছিল,আমরা মনে করেছিলাম সবাই সরে যাবে। কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে সরেনি। যার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার কাদিপুর মরা গাং’র মাছ হরি লুট: সংঘর্ষের আশঙ্কা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কদিপুর মরাগাং এর মাছ লুট করে নিয়েছে এলাকার কিছু চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে মরাগং এ বেড়ী জাল ফেলে সব মাছ লুট করে নেয় তারা। মাছ লুটের ঘটনায় কাদিপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে গ্রামবাসীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কাদিপুর মরা গাংটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত। ওই গাং এ ব্যক্তিগতভাবে মাছ চাষের কোন সুযোগ নেই। গাংটি কাউকে সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া হয়নি। গাংটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত ছিল। গাংটি কাউকে ইজারা না দেওয়ার কারণে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাদিপুর গ্রামের সোলাইমান হকের ছেলে ওসমান (৪৫), ইসমাইল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮), মৃত জামাত আলীর ছেলে কামাল হোসেন (৪২), সাদেক আলীর জামাই হাফিজুল (৪৪), ভাগ্যিবান এর ছেলে মুনশাদ (৪৩), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৭), ইন্তাজ মাওলানার ছেলে আসাদুল হক (৪০) এসব মাছ লুট করছে বলে একাধিক প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গতকাল ভোর বেলা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তারা এসব মাছ লুট করে। এসময় স্থানীয়রা বাধা দিলেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে মরা গাং এর মাছ লুট করে নেয়।

এবিষয়ে ওসমান বলেন, আমরাই মাছ ছেড়েছিলাম আমরাই মাছ ধরে নিয়েছি। আবারও মাছ ছাড়বো।

এ বিষয়ে মুনসাদ বলেন, আমিও গাং এ পার্টনার ছিলাম। আমাদের মাছ আমরা ধরে নিয়েছি। গাংটি কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারিনী পুর গ্রাম এবং বাস্তব পুর গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি। কাদেরকে লিজের টাকা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার ঝামেলার কারণে কাউকে টাকা দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, সবাই জানে গাংটি উন্মুক্ত। শত শত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকেই সকলের সামনে গাং’র মাছ লুট করে

নিয়ে যায়। তারা দুইদিন অর্থাৎ শুক্রবার ভোরে এবং শনিবার ভোরে মাছ লুট করে। শুক্রবার ভোরে যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে বলে জানতে পেরেছি। গতকাল শনিবার যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ কত টাকায় বেচাকেনা হয়েছে তা জানিনা।

উন্মুক্ত গাং’র মাছ এভাবে লুট করে নিয়ে গেলে যে কোন সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তিনি। গাংটি যখন কারো নামে সরকার লিজ দেইনি তাহলে গাং’র মাছ লুট করলে যেকোনো সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তারা। তিনি আরো বলেন আজ ভোরেও আবারো মাছ লুট হতে পারে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি আমি, বিষয়টি দেখছি।

দর্শনায় যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালন

বিজয়ের লাল ছুঁয়ে যাক মহাকাল।মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে।

শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগ, বিএনপি-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, থিয়েটার গ্রুপ ও পেশাজীবি ২৮টি সংগঠন দর্শনা কলেজ মাঠে বিজয় দিবসের নানা কর্মসুচি পালন করেছেন।

এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিলো, সকাল সাড়ে ৮টায় দর্শনা কলেজ মাঠে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানার নিয়ে উপস্থিতি। সকাল ৯টায় জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সহ সভাপতি রুস্তম আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শহিদুল ইসলাম । জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের

ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান।

এরপর উপস্থিত সকল সংগঠনের সদস্যদের শফত বাক্য পাঠ করান বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। শফত বাক্য পাঠ শেষে প্রত্যেক সংগঠন এক সাথে র্যালী করে দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন শেষে দর্শনা কলেজ মাঠে স্মৃতিস্তম্ভে পর্যায়ক্রমে সংগঠনগুলা পুস্পমাল্য অর্পন করেন।

এসব সংগঠনের মধ্যে ছিলো দর্শনা পৌরসভা, দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেসক্লাব, দর্শনা সরকারী কলেজ, দর্শনা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ ট্রাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিন্দোল সংগীত পরিষদ, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, শান্তি নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,, দর্শনা ডি এস ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়, দর্শনা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা যুব সংঘ, পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিন চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা হিন্দু,বৈাদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ।

এ মহান বিজয় দিবসেপুস্পমাল্য অর্পন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু,বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান,দর্শনা সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত পিন্সপাল ড. মফিজুর রহমান,দামুড়হুদা যুবলীগের সভাপতি আঃ হান্নান ছোট,শেখ আসলাম আলী তোতা,আঃ মান্নান,ছাত্রলীগের পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পন করেন রফিকুল ইসলাম ববি,নাহিদ পারভেজ,তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রভাত, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি বিএনপির পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত,দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট,সাংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক গোলাম ফারক আরিফ। সন্ধায় দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটারের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অপরদিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল কমান্ড পৃথক ভাবে পালন করেছে মহান বিজয় দিবস। সকালে কেরুজ ক্লাবমাঠে জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা

উত্তোলন, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়ন সংলগ্ন শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তম্ভক অর্পন করেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, কেরুজ চিনিকল কমান্ড মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষকবৃন্দরা।

পরে কেরুজ ক্লাবমাঠে মুক্তিযুদ্ধো ও দেশ স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ সংক্ষিপ্ত আলোচনার করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মহা-ব্যাবস্থাপক (অর্থ) মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, মহা- ব্যাবস্থাপক (ডিষ্ট্রিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা,উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ) শেখ জাবেদ হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশা ও প্রশি) মাসুদ রেজা, প্রমুখ। এছাড়াও দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে।

কর্মসূচির মধ্যে রাত ১২টা ১ মিনিটে চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ৩৩বার তোপধ্বনী, বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মিষ্টি বিতরণ, মসজিদ, গীর্জা ও মুন্দিরে প্রার্থনা,হাসপাতাল রোগীদের ফলমূল বিতরণ, চিনিকল কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগীতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতা ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া বিজয় দিবসে কেরুজ জেনারেল অফিস, ডিষ্টিলারী কারখানা, কেরুজ ক্লাব ও ইউনিয়ন অফিস আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সবশেষে সন্ধায় কেরুজ ক্লাব মাঠে সাংস্কৃতিক সন্ধার আয়োজন করা হয়।

জীবননগরে নানা আয়োজনে মহান

বিজয় দিবস উদযাপন

৩১বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে জীবননগরে মহান বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সকালে শহীদ বেদিতে জীবননগর উপজেলা প্রশাসন,উপজেলা আওয়ামীলীগ,পৌরসভা,ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

পরে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি হাফিজুর রহমান,উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।